মেহেরপুরে ধানের শীষের প্রচারণার দায়িত্ব পেলেন ছাত্রদল নেতা হিমেল ও মান্না

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার জন্য বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রদল নেতা মো: মোস্তাফিজুর শেখ মান্না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ তাদের এই দায়িত্ব প্রদান করেছে।

রাজপথের পরীক্ষিত যোদ্ধা মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল ২০২২ সাল থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বিগত আন্দোলনগুলোতে তার সাহসী ভূমিকা দলের ভেতর ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। এছাড়া ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের হামলায় তার হাত ও পা ভেঙে যায়।

তৃণমূলকে সুসংগঠিত করার অঙ্গীকার- নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর হিমেল ও মান্না তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “কেন্দ্রীয় সংসদ আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে, তার প্রতিদান আমি কাজের মাধ্যমে দিতে চাই। মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের তৃণমূল পর্যায়কে সুসংগঠিত করে আমরা মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের ধানের শীষকে জয়যুক্ত করতে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে মাঠে থাকব।”

নির্বাচনী প্রচারণায় হিমেলের অন্তর্ভুক্তি স্থানীয় ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। তারা মনে করছেন, হিমেল ও মান্নার মতো মাঠের লড়াকু সৈনিকের নেতৃত্বে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করা সহজ হবে।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন মাসুদ অরুন

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন মাসুদ অরুন।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনকে মনোনীত করা হয়।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মেহেরপুর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে মেহেরপুর আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেল ৪টার দিকে সুবিদপুর গ্রামের প্রধান প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের তদাকারী মাওলানা জাবেরুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইনসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রমুখ।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী

সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।

মেহেরপুর-১ আসনে সিপিবি থেকে মনোনয়ন পেলেন অ্যাড. মিজানুর রহমান

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর-মুজিবনগর) আসনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) মনোনয়ন পেয়েছেন এ্যাডভোকেট মোহা: মিজানুর রহমান।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড থেকে তিনি মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেন ।

অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে আইনজীবীর পেশায় নিযুক্ত এবং সিপিবি মেহেরপুর জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি জানিয়েছেন, শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে একটি বিকল্প রাজনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এছাড়া বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়েও পদক্ষেপ নেবেন।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি পুনরায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক, সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপুসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপির মনোনয়ন জমা দিলেন ইঞ্জি. সোহেল রানা

মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি’র পক্ষ থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক এবং বর্তমানে এনসিপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সোহেল রানা দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবা, শিক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও তরুণ নেতৃত্ব বিকাশে কাজ করে আসছেন। মেহেরপুর অঞ্চলে তরুণদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে তার ভূমিকা ইতোমধ্যেই আলোচিত।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় তিনি বলেন, “মেহেরপুর আমার জন্মভূমি। এখানকার মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আমি কাজ করতে চাই। ন্যায়, উন্নয়ন ও পরিবর্তনের রাজনীতি গড়তে এনসিপি আমার প্ল্যাটফর্ম।”

এসময় এনসিপি’র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকরাও তার পাশে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্র জানায়, তরুণ নেতৃত্ব ও জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণেই সোহেল রানাকে মেহেরপুর-১ আসনে ‘যোগ্য প্রার্থী’ হিসেবে বিবেচনা করছে এনসিপি।

মোট কথা—মেহেরপুর-১ আসনে এখন নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা। সামনে ভোট, সামনে চ্যালেঞ্জ—দেখা যাক মাঠে কে কতটা খেল দেখাতে পারেন।

মেহেরপুরে বিএনপিতে মনোনয়ন নিয়ে কোন্দল প্রকাশ্যে

মেহেরপুরের দুই সংসদীয় আসন মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ তে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখন প্রকাশ্যে। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে দুই আসনেই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, যার প্রভাব এখন প্রান্তিক পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যেও পড়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য মাসুদ অরুণ এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক সংসদ-সদস্য আমজাদ হোসেনকে প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকেই দুই আসনে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বৈঠকে স্থানীয় নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যিনিই দলীয় মনোনয়ন পাবেন, সবাই ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পরই সেই অঙ্গীকার বাস্তবে রূপ নেয়নি।

গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয়ভাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. কামরুল হাসানকে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের পর থেকে বিরোধ শুরু হয়। মেহেরপুর সদর আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান পক্ষ বুধবার রাতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে এবং গত বৃহস্পতিবার রাতে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে কামরুল হাসানসহ বক্তৃতা করেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, পৌর বিএনপির সভাপতি লতিব বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দীন।

বিক্ষোভে দাবি করা হয়, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করলে মেহেরপুর আসনে বিএনপির পরাজয় নিশ্চিত। তারা প্রকাশ্যে দলের মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। মনোনয়ন পাওয়া মাসুদ অরুণ ইতোমধ্যেই ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ শুরু করেছেন। তার নেতৃত্বে কর্মীরা গ্রাম-গঞ্জে প্রচার চালাচ্ছেন। মাসুদ আরুণ বলেন, দলীয় মনোনয়ন না পাওয়াতে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তবে ঠিক হয়ে যাবে। একই আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা মুহা. তাজউদ্দিন নেতাকর্মীদের নিয়ে দলীয় প্রতীকের পক্ষে আগে থেকেই সক্রিয়। শহর ও উপজেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতীক সংবলিত তার পোস্টার ও ব্যানারে

দেওয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে নির্বাচনি আমেজ।

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন পক্ষের সঙ্গে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসদ মিল্টন পক্ষের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। মঙ্গলবার দুপক্ষের সংঘর্ষ, ধাওয়া- পালটাধাওয়া, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এই দ্বন্দ্বে শুধু শীর্ষপর্যায় নয়, তৃণমূল নেতাকর্মীরাও বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। অনেকে মাঠে কাজ বন্ধ রেখেছেন, কেউ কেউ নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের গাংনী কার্যালয়ে এক যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় বক্তৃতা করেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, জেলা মহিলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু প্রমুখ। সভায় আমজাদ হোসেনকে দেওয়া দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে আগামী ২০ দিন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

গাংনী আসনে জামায়াতের প্রার্থী নাজমুল হুদাও প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। ফলে আসনটিতে বিএনপি ও জামায়াতের দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর প্রচারণা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মেহেরপুর-১ আসনেও বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবীতে বিক্ষোভ

সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণকে মনোনয়ন দেওয়ার প্রতিবাদে এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রুপ নিয়েছে যা জেলার রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে।

মেহেরপুর-১ আসনে এবি পার্টির মনোনয়ন পেলেন রফিক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর – ১ আসনে এবি পার্টির ঈগল প্রতীকের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেন মো:রফিকুজ্জামান রফিক।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এবি পার্টির কার্যালয়ে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মতবিনিময় শেষে মেহেরপুর-১ আসনসহ ৩০টি আসনে মনোনয়ন চুড়ান্ত করা হয় এবং তালিকা প্রকাশ করা হয়।

মনোনয়ন প্রাপ্ত রফিকুজ্জামান মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার প্রয়াত আব্দুল হান্নান মাস্টারের ছেলে।